বাংলাদেশ (BANGLADESH)

2012 সালে বাংলাদেশ(Bangladesh)-Gi mev½xb মানবাধিকার পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়েছে, কারণ সরকার রাজনৈতিক ও bvMwiK সমাজের ক্ষেত্রকে আরো সংকুচিত করেছে, নির্যাতনকারী সুরক্ষা বাহিনীগুলিকে জবাবদিহিতা থেকে সুরক্ষিত রাখা চালিয়ে গিয়েছে এবং যুদ্ধাপরাধ এবং বিদ্রোহ সংক্রান্ত ত্রুটিযুক্ত বিচারগুলির আইন ও পদ্ধতিগুলি সংস্কারের জন্য হিউম্যান রাইটস lqvP(Human Rights Watch) যে আহ্বান করেছিল তা সরাসরি উপেক্ষা করেছে। bvMwiK mgvR Ges gvbewaKvi i¶vKvixiv সরকারের বর্ধিত চাপ ও নজরদারীর কথা জানিয়েছেন।

mi¶v ewnbx¸wji Øviv "µmdvqvi"-এ মৃত্যুর নাম দিয়ে বা অভিযুক্ত অপরাধী ও সুরক্ষা বাহিনীর মধ্যে আইনসম্মত সংঘর্ষে বিচার-বর্হিভুত হত্যার ধারা চলছেই, সেই সাথে বিরোধী দলের সদস্য ও রাজনৈতিক কর্মীদের নিঁখোজ হয়ে যাওয়ার ঘটনাও বন্ধ হয়নি। GKRb মুখ্য শ্রমিক নেতাকে অপহরণ ও হত্যা করা হয় এবং আরেকজন শ্রমিক নেতাকে হুমকি দেওয়া হয়।

Rb 2012-তে প্রতিবেশী বার্মা (Burma)-i AvivKvb (Arakan) রাজ্যে জাতিগত সহিংসতার পর, সরকার নৌকা ভর্তি ভর্তি রোহিঙ্গা শরনার্থীদের সীমানা থেকে ফিরিয়ে দিয়ে তাদের প্রবেশ করতে দেয়নি এবং সরকার জোরের সাথে প্রকাশ করেছে যে, তাদেরকে নির্ভয়ে এদেশে থাকতে দেওয়ার ব্যাপারে সরকারের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। সরকার চট্টগ্রাম (Chittagong)-Gi K·evRvi(Cox's Bazaar)-এ পুর্বস্থিত রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরগুলিতে বেসরকারী সংস্থাগুলির কার্যধারায় কাট-ছাঁট করেছে।

1971-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে ত্রুটিযুক্ত বিচার চলছে এবং একই রকমভাবে 2009 এর বিদ্রোহে অভিযুক্ত বাংলাদেশ রাইফেলস (Bangladesh Rifles) (GLb বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডস (Bangladesh Border Guards))-Gi বিরুদ্ধে গণ ও অন্যায্য বিচারগুলিও চলছে।

সরকার তার এই দাবীটি বজায় রেখেছে যে, ভারতীয় সীমা সুরক্ষা বাহিনী যাতে চোরাচালান বা অন্যান্য অপরাধের জন্য সীমানা অতিক্রমকরে ভারতে প্রবেশকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা বন্ধ করে।

wePvi-ewnfZ nZ¨v¸wj, AZ¨vPvi Ges kvw¯— থেকে রেহাই

hw` I 2012-তে সুরক্ষা বাহিনীগুলির দ্বারা নিহত অ-সামরিক ব্যক্তিদের মোট সংখ্যায় হ্রাস হয়েছে, কিন্তু i¨vwcW A¨vKkb e¨vUwjqb (Rapid Action Battalion) (i¨ve(RAB)) - যা হল সেনা ও পুলিশের দ্বারা গঠিত একটি বাহিনী - wePvi-ewnfZ

হত্যাকান্ডগুলি চালিয়ে গিয়েছে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল, আওয়ামী লীগ (Awami League) ¶gZvq Avmvi ci i¨ve(RAB)-কে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু wbhvZb eÜ nqwb|

miKvi 17 বছর বয়সী লিমন হোসেন(Limon Hossain)-এর উপর হয়রানি চালিয়ে গিয়েছে, যাকে র‍্যাব(RAB) Awdmvi iv gvP 2011-তে গুলি করে ও পঙ্গু করে দেয়। যদিও সরকার প্রাথমিকভাবে বলেছিল যে, হোসেন (Hossain) i¨ve(RAB)-Gi GKwU অভিযানের মধ্যে পড়ে গিয়ে আহত হয়েছিল, কিন্তু সরকার দ্রুত এই বক্তব্য থেকে সরে আসে এবং তার বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ দায়ের করে। আগস্ট 2012-তে, একজন অভিযুক্ত র‍্যাব(RAB)-এর চর হোসেন(Hossain)-কে তার নিজের শহরে একটি রাস্তা মারধর করে। হোসেন(Hossain)-কে সুরক্ষা প্রদানের বদলে, সরকার তার বিরুদ্ধে আরো অভিযোগগুলি দায়ের করে এবং তাকে এবং তার আত্মীয়দেরকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা একজন ব্যক্তিকে হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করে।

কর্তৃপক্ষগুলি wePvi-বর্হিভুত হত্যাকান্ড ও অত্যাচারের জন্য দায়ী র‍্যাব (RAB) ও অন্যান্য সুরক্ষা বাহিনীগুলির বিরুদ্ধে তদন্ত করতে ev kw¯প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছে। র‍্যাব (RAB) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (United States) কাছ থেকে প্রযুক্তিগত সহায়তা নিয়ে একটি অভ্যন্তরীন তদন্তকারী ইউনিট গঠন করেছে, কিন্তু মানবাধিকার লংঘনের জন্য কোন র‍্যাব (RAB) সদস্যকে এখনও পর্যন্ত ফৌজদারি মামলার মুখে পড়তে হয়নি।

এপ্রিলে, বিরোধী দল বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি(Bangladesh Nationalist Party) (weGbwc(BNP))-র সিলেট (Sylhet) বিভাগের সেক্রেটারী ইলিয়াস আলী(Elias Ali)নিঁখোজ হয়ে যান, যার কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা(Sheikh Hasina) পুলিশকে আলী(Ali)-র নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেন, কিন্তু সরকার দাবী করে যে, বিরোধীরা যাতে সরকারকে দোষারোপ করতে পারে সেজন্য দলের নির্দেশে আলী (Ali) ও তার ড্রাইভার "লুকিয়ে" আছেন এবং এভাবে সরকার তদন্তের গুরুত্বকে হ্রাস করে। হিউম্যান রাইটস গ্রুপ (Human rights groups)2012 সালে 20টি নিঁখোজ হয়ে যাওয়ার ঘটনার রিপোর্ট করে।

kwgK AwaKvi

Gwcj 2012-তে একজন মুখ্য শ্রমিক অধিকার কর্মী, আমিনুল ইসলাম(AminulIslam)-কে অত্যাচারিত ও নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। একটি তীব্র প্রতিবাদের প্রতিক্রিয়ায়, তার হত্যার তদন্তের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক একটি উচচ-¯রের কমিশন গঠন করে, কিন্তু GB লেখাটি লেখার সময় পর্যন্ত তদন্তের কাজে কোন অগ্রগতি হয়নি। যেখানে রাজনৈতিক দায়িত্ববোধের কোন চিহ্ন ছিল না, সেই পরিস্থিতিতে হাসিনা (Hasina) এই হত্যার গুরুত্বকে কম করে দেখানোর জন্য প্রকাশ্য বিবৃতি দেন।

বাংলাদেশ (Bangladesh)-এর শ্রমিকরা কাজের খারাপ পরিবেশ, কম বেতন এবং মাত্রাতিরিক্ত কাজের সময়ের সমস্যায় যুঝছেন। সরকারের `gbcxob এবং কারখানার মালিকদের সাথে আঁতাত তাদেরকে কার্যকরীভাবে সংগঠিত হতে বাধা দিচ্ছে।

সরকার ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাথে নিবিড়ভাবে কর্মরত একটি এনজিও(NGO), বাংলাদেশ সেন্টার ফর ওয়ার্কার সলিডারিটি (Bangladesh Center for Worker Solidarity) (wewmWeGm (BCWS))-র বিরুদ্ধে আইনী কার্যধারা চালিয়ে যাচ্ছে। wewmWeGm (BCWS) নেতারা সহ এক ডজনেরও বেশী শ্রম অধিকার আন্দোলনের নেতারা বিভিন্ন ধরনের বানোয়াট ভিত্তিতে দেওয়া অপরাধের অভিযোগগুলির সম্মুখীন হয়েছেন, যার মধ্যে এক্সপ্লোসিভ সাবস্ট্যান্সেজ অর্ডিন্যান্স অ্যাক্ট (Explosive Substances Ordinance Act)-ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যার শাস্তি মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত হতে পারে। শ্রম অধিকার গোষ্ঠীগুলি রেজিস্ট্রেশন করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছে যা তাদের অর্থ সংগ্রহ এবং কার্যধারাকে প্রভাবিত করছে।

nvRvixevM(Hazaribagh)-Gi U¨vbvix¸wj

ivRavbx XvKv(Dhaka)-i nvRvixevM(Hazaribagh) এলাকাকে বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহুরে অঞ্চলগুলির মধ্যে বিবেচনা করা হয়; cwZw`b cvq 150wU Pvgovi U¨vbvix 21 nvRvi Nb wgUvi A-পরিশোধিত বর্জ্য পদার্থ পাশের বুড়িগঙ্গা (Buriganga) নদীতে নির্গত করে। স্থানীয় বাসিন্দারা দূষণের জন্য জ্বর, ত্বকের রোগ এবং শ্বাসযন্ত্র ও পেটের সমস্যা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন, যেখানে ট্যানারীর কর্মীরা ট্যানিং-এর রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে থাকার জন্য ত্বক ও শ্বাসযন্ত্রের সমস্যায় ভুগছেন এবং ট্যানারীর বিপজ্জনক যন্ত্রগুলিতে তাদের অঙ্গহানিও হচ্ছে। কিছু ট্যানারীতে, এমনকি 11 বছর বয়সী শিশুরাও সরাসরি রাসায়নিক নিয়ে কাজ করছে, ভারী ট্যানারী যন্ত্র পরিচালনা করছে বা রেজার ব্লেড দিয়ে চামড়া কাটার কাজ করছে।

2001 সালে, বাংলাদেশ (Bangladesh)-এর হাই কোর্ট সরকারকে ট্যানারীগুলিতে পর্যাপ্ত বর্জ্য পরিশোধনের ব্যবস্থা সংস্থাপন করা m¤নিশ্চিত করার নির্দেশ প্রদান করেছে। সরকার এই নির্দেশটি উপেক্ষা করেছে। পরিবেশ দপ্তর ও শ্রম দপ্তরের অফিসাররা নিশ্চিত করেছেন যে, সরকার হাজারীবাগ (Hazaribagh)-এ শ্রম ও পরিবেশ আইনগুলি কার্যকর করছে না, যেখান থেকে চামড়ার বেশীর fvM Pxb (China), দক্ষিণ কোরিয়া (South Korea), Rvcvb (Japan), BUvjx (Italy), Rvgvbx (Germany), স্পেন (Spain) ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (United States) রপ্তানী হয়েথাকে।

নাগরিক সমাজ এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের উপর নিয়ন্ত্রণগুলি

miKvi 2012 সালে নাগরিক সমাজের গোষ্ঠীগুলির উপর আরো বেশী শত্রুতাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। 2009 সালের বাংলাদেশ রাইফেলস (Bangladesh Rifles) বিদ্রোহের উপর জুলাই 2012-তে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ(Human Rights Watch)-এর একটি রিপোর্ট প্রকাশের পর, সমীক্ষাটি পরিচালনায় সহায়তাকারী দেশীয় অধিকার সংক্রান্ত গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধেবাংলাদেশী অফিসাররা পদক্ষেপ গ্রহণের হুমকি দিয়েছে।

বিশেষ উদ্বেগের কারণ হল একটি খসড়া আইন যেখানে বাংলাদেশী এনজিও(NGO)-গুলির ক্ষেত্রে বিদেশী দানের অর্থ নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে। অনেক এনজিও (NGO) যেমন বিসিডব্লুএস (BCWS) ev AwaKvi (Odhikar) ইতোমধ্যেই তাদের প্রকল্পগুলির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিদেশী দানের অর্থ পেতে বছরেরপর বছর বিলম্বের সম্মুখীন হচ্ছে। আপাতভাবে বিলের লক্ষ্য হচ্ছে সেসব সংস্থাগুলির অর্থসাহায্য QvUvB Kiv যারা প্রকাশ্যে সরকারের সমালোচনা করে। আগস্ট 2012-G, miKvi GbwRI(NGO)-¸wji

কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর অফিসের অস্MZ GbwRI (NGO) অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো ছাড়াও এককভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি কমিশন গঠনের পরিকল্পনার ঘোষণা করেছে।

kiYv_x Ges Avkq cv_xiv

miKvi evgv(Burma)-i AvivKvb (Arakan) রাজ্যের জাতিগত হিংসা থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, তা ইউনাইটেড নেশনস রিফিউজি কনভেনশন (United Nations Refugee Convention) পালনের ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতাকে সবার সামনে তুলে ধরেছে। রোহিঙ্গারা বার্মা (Burma)-তে ফেরত গেলে যে SwKi m¤§Lxb হতে পারে তা উপেক্ষা করে বাংলাদেশ (Bangladesh) জোর করে রোহিঙ্গাদের সীমানা থেকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ মানবিক সহায়তাগুলি আটকে দিয়েছে।

সরকার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের তৃতীয় কোন দেশে পুর্নবাসনের বিষয়টিকে স্থগিত রেখেছে এবং তারা যুক্তি দেখিয়েছে যে, তা করলে evgv(Burma)-র রোহিঙ্গাদেরকে বাংলাদেশ(Bangladesh)-এ আশ্রয় খুঁজতে উৎসাহিত করা হবে। সরকারী অফিসাররা রোহিঙ্গাদেরকে "অনুপ্রবেশকারী" এবং "অপরাধী" বলে অভিহিত করেছে এবং অক্টোবরের গণ দাঙ্গায় বৌদ্ধ মন্দিরগুলি ধ্বংসের জন্য তাদেরকে দায়ী করেছে এবং তারা যে দায়ী ছিল তা প্রমাণের জন্য কোন কিছু প্রদান করতে পারেনি।

ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল **(International Crimes Tribunal)** এবং বাংলাদেশ রাইফেলস **(Bangladesh Rifles)** বিদ্রোহ

BDGm(US) যুদ্ধাপরাধ সংক্রান্ত রাষ্ট্রদূত, স্টিফেন র‌্যাপ (Stephen Rapp) এবং অনেকগুলি আর্ন্তজাতিক গোষ্ঠী ইন্টারন্যাশনাj µvBgm UvBe¨bvj A¨v± (International Crimes Tribunal Act) (AvBwmwU (ICT) অ্যাক্ট) সংশোধন করার আহ্বান জানিয়েছিল যাতে এটি আর্ন্তজাতিক ন্যায্য বিচারের মানদন্ডগুলি পূরণ করতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকার 1971-এর স্বাধীনতা যুদ্ধকালে হওয়া যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিচার চালিয়ে যাচ্ছে।

বিচারকক্ষে বাদী পক্ষের অনেক সাক্ষীর বিবৃতিগুলিকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, কোন সামনা-সামনি সাক্ষ্য শোনা হয়নি। যেখানে বাদী পক্ষ দাবী করেছিল যে, সাক্ষীরা উপলব্ধ ছিলেন না, কিন্তু বিবাদী পক্ষ নিরাপদ ঘরের লগবুকগুলি পেশ করেছিলেন যা নির্দেশ করেছে যে, তাদের যখন আদালতে হাজির হওয়ার কথা ছিল, তারা সেই সময় সেই জায়গাগুলিতে ছিলেন। তবে, ট্রাইব্যুনাল বিবাদী পক্ষের দাবীগুলি প্রত্যাখ্যান করে। অভিযুক্ত দেলোয়ার হোসেন সাঈদী (Delwar Hossain Sayedee)-র প্রথম বিচারে, বিবাদী পক্ষের আইনজীবীরা দাবী করেছেন যে, বাদী পক্ষ তাদেরকে ভয় ও হুমকি প্রদর্শন করাতে তারা সাক্ষীদের পেশ করতে পারেনি। বাদী পক্ষ এই দাবীগুলি অস্বীকার করে।

বাংলাদেশ রাইফেলস (Bangladesh Rifles) (পরে নাম হয়েছে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডস (Bangladesh Border Guards))-Gi 6,000 জন জওয়ানের বিরুদ্ধে সেনা আদালতে গণ বিচার অব্যাহত রয়েছে, যেখানে প্রায় প্রত্যেক অভিযুক্ত দোষী সাব্যস্ত হয়েছে।

একটি দেওয়ানী আদালতে 800-রও বেশী জওয়ানের একটি গণ বিচার 2012 সালেও অব্যাহত রয়েছে। অত্যাচারের অভিযোগগুলি ছাড়াও, বেশীর ভাগ অভিযুক্ত ব্যক্তি যথাযথভাবে আইনজীবীর সুবিধা পাননি এবং প্রায় ক্ষেত্রে তারা জানতেন না যে, তাদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আনা হয়েছে। সরকার হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-Gi RjvB 2012-তে প্রকাশিত রিপোর্টটি প্রত্যাখ্যান করেছে যেখানে এই গণ বিচার সংক্রান্ত উদ্বেগগুলি বিবেচিত হয়েছিল এবং এই বিচারগুলির মধ্যে একটিতে একই আদালত কক্ষে 800-রও বেশী অভিযুক্তের বিচার হওয়ার ঘটনাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার বদলে, সরকার একটি জন সম্পর্ক cPviAwfhvb শুরু করেছিল যেখানে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch) এবং রিপোর্টটি প্রস্তুত করার গবেষণায় সহায়তাকারী স্থানীয় গোষ্ঠীগুলিকে ভর্ৎসনা করা হয়েছিল।

মহিলা ও মেয়েদের অধিকারগুলি

যেখানে বাংলাদেশ (Bangladesh)-এ মহিলাদের বিরুদ্ধে হওয়া হিংসার ঘটনাগুলি মোকাবেলার জন্য কঠোর আইন ও বিচার বিভাগীয় নির্দেশাবলী রয়েছে, কিন্তু তার প্রয়োগ হয় খুবই কম। মহিলাদের বিরুদ্ধে হিংসার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ধর্ষণ, যৌতুক সংক্রান্ত নির্যাতন এবং অন্যান্য ধরণের ঘরোয়া হিংসাগুলি, অ্যাসিড নিক্ষেপ এবং ফতোয়া ev agxq আদেশের নামে বেআইনীভাবে kw¯প্রদান এবং যৌন হয়রানিও চলছেই।

বাংলাদেশ (Bangladesh)-এ বিশ্বের সবচেয়ে বেশী শিশুবিবাহ হয় বলে রিপোর্টকৃত হয়েছে। মহিলারা তাদের স্বামীর কাছ থেকে আলাদা হলে বা বিবাহবিচ্ছিন্ন হলে মুসলিম, হিন্দু ও খ্রীস্টানদের সেকেলে ও বঞ্চনাকারী পারিবারিক আইনগুলি তাদেরকে দরিদ্র করে রাখছে এবং তারা সেজন্য পরিত্যক্ত হওয়ার ভয় থেকে নির্যাতনকারী বিয়ের ফাঁদে আটকে পড়ছেন এবং এই ধারাটি চলছেই। ল কমিশন অফ বাংলাদেশ (Law Commission of Bangladesh) 2012-তে এই আইনগুলির উপর গবেষণা করেছে এবং সেগুলি সংস্কারের সুপারিশ করেছে।

AtmRwZK m¤c`vq

বিরোধী রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলি এবং নাগরিক সমাজের উপর বর্ধিত নিয়ন্ত্রণ আরোপণের পরিস্থিতিতে আন্তRwZK m¤c`vq সরকারকে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলির সম্মান করার জন্য চাপ দেওয়া বজায় রেখেছে। দাতা সম্প্রদায় বিশেষ করে Awgbj Bmjvg (Aminul Islam)-Gi nZ¨v Ges Bwjqvm Avjx(Elias Ali)-র নিঁখোজ হয়ে যাওয়ার ঘটনার দ্রুত ও অর্থপূর্ণ তদন্ত করার ব্যাপারে সরব হয়েছে এবং তার সাথে সাথে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নির্ভয়ে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য সরকারকে আহ্বান জানিয়েছে। সরকার প্রায়শঃ এটি নির্দেশ করে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে যে, সমালোচকরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে কাজ করছে।

বাংলাদেশ (Bangladesh)-এর ধারাবাহিক চাপের মুখে পড়ে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষগুলি দুই দেশের সাধারণ সীমানাগুলিতে সমস্ত বেআইনী হত্যা বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

Iqvì e¨vsK (World Bank)জুন মাসে ঘোষণা করেছিল যেবরিষ্ঠ সরকারী অফিসারদের গুরুতর দুর্নীতির প্রমাণের কারণেGwU cÙv (Padma) নদীর উপরে পদ্মা মাল্টিপারপাস ব্রিজ (Padma Multipurpose Bridge) তৈরীর জন্য মঞ্জুরীকৃত ইউএস (US$) 1.2 বিলিয়ন ডলার ঋণের অর্থ প্রত্যাহার করে নেবে। সেপ্টেম্বরেচুক্তিটি স্থগিত হওয়ার পর, সরকার ওয়ার্ল্ড ব্যাংক (World Bank)-Gi দাবীকৃত শর্তগুলি পূরণ করতে সম্মত হয়, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে দুর্নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার ক্ষেত্রে সন্দেহভাজন সমস্ত সরকারী অফিসারদেরকে সরকারী চাকরী থেকে ছুটিতে পাঠিয়ে দেওয়া, একটি বিশেষ তদন্ত এবং অভিযুক্তকরণ দল নিয়োগ করা এবং একটি বাইরের আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ সংস্থাকে তদন্ত করতে দেওয়া এবং ব্যাংককে জানানো। সেপ্টেম্বর 2012-তে, সরকার যখন ঘোষণা করে যে, পদ্মা ব্রিজ (Padma Bridge) চুক্তি আবার কার্যকরী হয়েছে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক (World Bank) GKwU cKvk¨ বিবৃতিতে জানায় যে, প্রকল্পটি শুধু তখনই আবার শুরু হতে পারে যদি এর সমস্ত শর্তগুলি সম্পূর্ণ এবং শর্তবিহীনভাবে পূরণ করাহয়।